যুগান্তর

তারিখ ... 21 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... ৭ .....

এসএসসি ও এইচএসসির মার্কশিট দিতে হাইকোর্টের নির্দেশ

যুগান্তর রিপোর্ট

এসএসসি, এইচএসসি ও আলীম পরীক্ষার্থীরা মার্কশিট চেয়ে আবেদন করলে তা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের প্রতি এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এ রায় প্রকাশের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে রিট আবেদনকারী এম নাফিস সালমান খানকে এইচএসসির মার্কশিট দিতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপনকে হাইকোর্ট অবৈধ ঘোষণা করেছেন।

বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চের এক রায়ে এ নির্দেশনা দেয়া হয়। ২১ এপ্রিল হাইকোর্ট এ রায় দিলেও সম্প্রতি পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে। এ পূর্ণাঙ্গ রায়ে উল্লিখিত নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

রিটকারীর আইনজীবী অ্যাডভোকেট একেএম সালাহউদ্দিন খান সাংবাদিকদের বলেছেন, 'মার্কশিট দেয়ার আদেশ ঢাকা বোর্ডের ক্ষেত্রে দেয়ার নির্দেশনা দিলেও তা সব বোর্ডের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। কেননা এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনটি অবৈধ ও আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করা হয়েছে।'

'এসএসসি, এইচএসসি ও আলীম পরীক্ষায় গ্রেডিং ব্যবস্থা চালু করে ২০০১ সালের ১২ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। এ প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, 'সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ লক্ষ্যে ২০০১ সালের অনুষ্ঠিতব্য মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা এবং ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা থেকে ফলাফল লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে নির্দেশ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৭

নির্দেশ : হাইকোর্টের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রকাশিত হবে। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে হবে। ক. পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের কোনো বিভাগ থাকবে না। শুধু প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত লেটার গ্রেড এবং সব বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্টের (জিপি) ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীও গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ (জিপিএ) উল্লিখিত থাকবে। লেটার মার্ক ও স্টার মার্ক প্রদান ও মেধা তালিকা প্রণয়ন বা প্রকাশ ইত্যাদি প্রচলিত প্রথা থাকবে না।'

পরে এ প্রজ্ঞাপন সংশোধন করে ২০০৩ সালের ৪ জানুয়ারি নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এ প্রথা অনুসরণ করে দেশের সব শিক্ষা বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে আসছে। এ গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর পর থেকে কোনো শিক্ষার্থীকে মার্কশিট দেয় না শিক্ষা বোর্ডগুলো। এ অবস্থায় ২০১০ সালের সরকারি কবি নজরুল কলেজের এইচএসসি (বিজ্ঞান) পরীক্ষার্থী এম নাফিস সালমান খান ৪ দশমিক ৩০ পয়েন্ট পাওয়ায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কাছে ফলাফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করেন। এতে তাকে জিপিএ ৫ দেয়ার দাবি করা হয়। কিন্তু শিক্ষাবোর্ড কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তাকে মার্কশিটও দেয়নি। এ অবস্থায় নাফিস সালমান খান ২০১১ সালে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। ওই আবেদনে ২০০১ ও ২০০৩ সালের প্রজ্ঞাপনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়। পাশাপাশি মার্কশিট দেয়ার নির্দেশনা চাওয়া হয়। এ আবেদনের ওপর প্রাথমিক শুনানি শেষে হাইকোর্ট একই বছরের ৭ ডিসেম্বর রুল জারি করেন। এ রুলের ওপর চূড়ান্ত শুনানি শেষে ২১ এপ্রিল রায় দেন। এ রায়ের পূর্ণাঙ্গ কপি প্রকাশিত হয় ৩০ জুলাই।

রায়ে বলা হয়, ২০০৩ সালের ৪ জানুয়ারি যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে তা ১৯৬১ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড অধ্যাদেশ উপেক্ষা করা হয়েছে। রায়ে ২০০৩ সালের ৪ জানুয়ারি প্রজ্ঞাপনটি আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত ঘোষণা করা হয়েছে। এ রায়ে পরীক্ষার্থীকে মার্কশিট দিতে নির্দেশ দেয়া হয়।

আদালতে আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী ও অ্যাডভোকেট একেএম সালাহউদ্দিন খান। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পক্ষে ছিলেন মিজানুর রহমান ও জায়েদী হাসান খান।